

সমন্বিত

10.07.2020

1882/CR/2020

রিক গত কয়েকদিনে বড় মিটিং কাজ করতে বলা হয়েছে।

নদীর গতি পরিবর্তনে ডুবছে বসতবাড়ি-জমি, দাবি বাঁধ নির্মাণের

নিজস্ব সংবাদদাতা: মালবাজার, ৯ জুলাই- খুলনাই নদীর গতি পরিবর্তনে চিন্তিত চেংমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়াইবাড়ি এলাকার মানুষ। নদীপাড় ভাঙনের ফলে ইতিমধ্যে ৫০ বিঘা জমি নদীগর্ভে। এলাকার মানুষের আশঙ্কা এইভাবে ভাঙন চলতে থাকলে কয়েকশো বিঘা আবাদি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। যেভাবে জলস্তর বাড়ছে তাতে এই আশঙ্কা অমলুক নয়।

এলাকার কৃষক আজিজুল হক ও আব্দুল খালেক বলেন, খুলনাই নদীর আগ্রাসন দিন দিন বাড়ছে। শুখা মরশুমে নদী থাকে শান্ত। কিন্তু বর্ষাকালে নেয় ভয়ঙ্কর রূপ। আগে নদী বসতি এলাকায় ঢুকে পড়ত না। এখন আরও গতিবেগ বাড়ায় আবাদি জমি ও বসতবাড়ি অভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছে নদী। এই অবস্থায় এলাকার মানুষ সহ কৃষকরা চাষবাস করার সাহস পাচ্ছেন না। তাই নিজেদের জমি ও বসতবাড়ি বাঁচাতে অবিলম্বে নদী বাঁধের দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে আবেদনও করেছেন ব্যবস্থা নেবার। প্রধান জানান, বাঁধ করার মতো অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। তারা এ বিষয়ে সেচদপ্তরকে জানিয়েছেন। সেচ দপ্তরের মাল মহকুমা আধিকারিক কেশব রায় জানান, তারা উচ্চমহলে জানিয়েছেন।

গিয়েশপুর এলাকার
রিড জবা রায়ের
মুখ। দীর্ঘদিন ধরে
নদী। বুধবার রাতে
পাতালে তাঁর মৃত্যু
৫৫।
রায় এলাকায় সারা
মহিলা সমিতির
ছিলেন। বিভিন্ন
গের সাথে যুক্ত
লাপী কমরেড রায়
রবিতীর্থ বিদ্যালয়ের
রিক অসুস্থতা থাকা
বামপন্থী সংগঠন
কাজে সর্বদাই
তিনি। একসময়
সদস্য ছিলেন।
অসুস্থতার জন্য
ব্যবাহতি নেন। তাঁর
য় শেষ শ্রদ্ধা জানান,
এরিয়া কমিটির
চক্রবর্তী, পাটিনেতা
প্রমুখ।

রিক গত কয়েকদিনে বহু মিটিং কাজ করতে বলা হয়েছে। অখচ তাদের

ভাগবা
এর
দি. আ
ডছে।
বানে
গাশের দ
সিঙ্গুর,
পাক্রান্ত হয়ে
রির একটি
ন সিপিআই
জয়দেব দাস
বর্তমান।
বেড়ি গ্রামে।
কান ছিল।
প্রতিক্রিয়াশীল
কেল দোকান
করেই তাকেই
সেই মামলায়
খেটেছিলেন।
দোকান থেকে
হতো। তাঁর
কার পার্টিনেতা
শ্রদ্ধা জানান।
তশালা শ্মশানে

নদীর গতি পরিবর্তনে ডুবছে বসতবাড়ি-জমি, দাবি বাঁধ নির্মাণের

নিজস্ব সংবাদদাতা: মালবাজার, ৯ জুলাই- খুলনাই নদীর গতি পরিবর্তনে চিহ্নিত চেংমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়াইবাড়ি এলাকার মানুষ। নদীপাড় ভাঙনের ফলে ইতিমধ্যে ৫০ বিঘা জমি নদীগর্ভে। এলাকার মানুষের আশঙ্কা এইভাবে ভাঙন চলতে থাকলে কয়েকশো বিঘা আবাদি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। যেভাবে জলস্তর বাড়ছে তাতে এই আশঙ্কা অমলুক নয়।

এলাকার কৃষক আজিজুল হক ও আব্দুল খালেক বলেন, খুলনাই নদীর আগ্রাসন দিন দিন বাড়ছে। শুখা মরশুমে নদী থাকে শান্ত। কিন্তু বর্ষাকালে নেয় ভয়ঙ্কর রূপ। আগে নদী বসতি এলাকায় ঢুকে পড়ত না। এখন আরও গতিবেগ বাড়ায় আবাদি জমি ও বসতবাড়ি অভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছে নদী। এই অবস্থায় এলাকার মানুষ সহ কৃষকরা চাষবাস করার সাহস পাচ্ছেন না। তাই নিজেদের জমি ও বসতবাড়ি বাঁচাতে অবিলম্বে নদী বাঁধের দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে আবেদনও করেছেন ব্যবস্থা নেবার। প্রধান জানান, বাঁধ করার মতো অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই। তারা এ বিষয়ে সেচদপ্তরকে জানিয়েছেন। সেচ দপ্তরের মাল মহকুমা আধিকারিক কেশব রায় জানান, তারা উচ্চমহলে জানিয়েছেন।

মিয়েশপুর এলাকার
রিড জবা রায়ের
হুছ। দীর্ঘদিন ধরে
বন। বুধবার রাতে
পাতালে তাঁর মৃত্যু
৫৫।
রায় এলাকায় সারা
মহিলা সমিতির
ছিলেন। বিভিন্ন
গের সাথে যুক্ত
লাপী কমরেড রায়
রবিতীর্থ বিদ্যালয়ের
রিক অসুস্থতা থাকা
বামপন্থী সংগঠন
কাজে সর্বদাই
তিনি। একসময়
সদস্য ছিলেন।
অসুস্থতার জন্য
ব্যবহৃত নেন। তাঁর
য় শেষ শ্রদ্ধা জানান,
এরিয়া কমিটির
চক্রবর্তী, পার্টিনেতা
প্রমুখ।